দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...01 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি নাকি ব্যর্থ হয়েছে। কর্মসূচির চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার মূল্যায়ন রিপোর্টে একে একটি ব্যর্থ প্রকল্প বলে চিহ্নিত করেছে। বিশ্বব্যাংকও তাই করেছে এবং প্রকল্পটি বন্ধ করে নতুন কোন প্রকল্প প্রণয়নের সুপারিশ করেছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯২ সালে চালু করার পর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসাকে উৎসাহিত করা এবং তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তাদানের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে প্রথম পর্যায়ে দেশের ৪৬০টি থানার একটি করে ইউনিয়নে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। তারপর ধাপে ধাপে কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হয়। পত্রান্তরে এক খবরে বলা হয়েছে, ইতোমধ্যে প্রকল্পটির জন্য ১৪৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার সিংহভাগ গত চার বছরে ব্যয় হয়ে গেছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির সাফল্য বা ব্যর্থতার মাপকাঠি হলো ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের নাম লেখানো এবং উপস্থিতি বেড়েছে কিনা। গত চার বছর ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকেই আমরা শুনে আসছি, এই কর্মসূচি যেখানে চালু করা হয়েছে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। অতএব দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রে একে একটি সফল প্রকল্প বলা যেতে পারে। এই কর্মসূচি চালু করার পর দেশের দরিদ্র পরিবারগুলোর 'ফুড এর্নটাইটেলমেন্ট'ও বেড়েছে। সমস্যা অবশ্য আছে, কিন্তু তা অন্যত্র।

সমস্যাই বলা হোক, আর ব্যর্থতাই বলা হোক তা খুঁজতে হবে কর্মসূচিটির ব্যবস্থাপনার মধ্যে। দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত কোন বিতরণ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গত চার বছরে দাঁড় করাতে পারেনি। কর্মসূচি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো আরও প্রকট হয়েছে। প্রকল্পটি যখন প্রণয়ন করা হয়, তখন দেশী–বিদেশী কনসালটেন্টরা কি জানতেন না আমাদের দেশের সব ধরনের 'ডেলিভারি সিস্টেম' কতটা সচ্ছিদ্র। প্রকল্পটির বড় দুর্বলতা বোধ হয় তার 'খাদ্য' বিতরণ 'ইউনিভার্সাল' নয়। কাকে কাকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য দেয়া হবে, তা বাছাই করা কোন দুর্যোগের পর ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য দুর্গতদের বাছাই করার মতই কঠিন কাজ। আমাদের ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাকে কর্মসূচির 'ব্যর্থতা' বলে চালানো হচ্ছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির নীলনকশা ও ছক যারা প্রণয়ন করেছিলেন, তারা কি জানতেন না গ্রাম পর্যায়ে কিভাবে কি করা হয়, কত ধানে কত চাল। দরিদ্র শিশুদের খাদ্য নিয়ে নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, গাফিলতি, এমন কি তাদের খাদ্যে ভাগ বসানোর লোকের যে অভাব নেই সে কথাটা আগেই বোঝা উচিত ছিল।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির দুর্বলতাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। এ ধরনের প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে চালানোর ক্ষমতা বোধহয় আমাদের রাহুগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার নেই। তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য যেভাবেই হোক বাস্তবায়ন করতে হবে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যেন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং তারা যেন অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার সুযোগ পায় তার নিশ্চয়তা অবশ্যই বিধান করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে দরিদ্র পরিবারগুলোকে তাদের শিশুসন্তান বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। অর্থ বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবকে মেনে নিয়েই করতে হবে। কেউ যেন আশা না করেন যে, এই ব্যবস্থা শতকরা ১০০ ভাগ 'ওয়াটারটাইট' হবে। কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়াটা হবে দরিদ্র পরিবারের শিশুসন্তানদের আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে খারিজ করে দেয়া। তাতে উন্নয়নের সকল লক্ষ্যমাত্রা দূরে সরে যাবে।